আজকের কাগজ

তারিখ 06 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিশু শিক্ষায় মৌলবাদ ও ইতিহাস বিকৃতি

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি তাদের আত্ম-পুনর্বাসন, রাজনীতিতে অবস্থান এবং দেশের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দখলের জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে তারা শিশুদের পাঠ্যক্রমে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী একপেশে এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক নিবন্ধ ও গল্প অন্তর্ভুক্ত করছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে তারা এসব কাজ অর্থাৎ শিশুদের পাঠ্যক্রমে এই অন্তর্ভুক্তি সাধন করেছে স্বাধীন দেশের সরকার পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ "টেক্সট বুক বোর্ড"-এর অনুমোদনক্রমে।

এই অনুমোদন-এর বিষয়টি নিয়েও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও ঐসব শিশু পাঠ্য গ্রন্থসমূহে লেখা থাকে যে, 'টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত'। প্রকৃত পক্ষে না-কি তা নয়। কিছুদিন আগে আজকের কাগজে এ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হলে টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন যে তাঁরা ঐ ধরনের পুস্তকের অনুমোদন আদৌ দেননি এবং ঐ বক্তব্যে আরও বলা হয়েছে যে, ইতিহাস বিকৃতি ঘটানো হয়ে থাকলে তা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য।

আজকের ঐ ঘটনাটি ছিল উত্তরবঙ্গের কিন্তু এবার যে তথ্যটি উদঘাটিত হয়েছে তার সঙ্গে খোদ রাজধানীরও যোগসূত্র রয়েছে এবং রাজধানীর কয়েকটি অভিজাত স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে এমন একটি বই পড়ানো হচ্ছে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর যেটি পরিপূর্ণভাবে অসত্য ও বিকৃত তথ্যে পরিপূর্ণ। 'জামেয়া প্রকাশনী' নামের একটি প্রকাশনী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত "ছোটদের বাংলাদেশ পরিচিতি" নামের গ্রন্থটিতে জামাতের রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক প্রচারণাই শুধু চালানো হয়নি, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং গৌরব ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও অপপ্রচার চালানো হয়েছে।

বইটি "টেক্সট বুক বোর্ড" কর্তৃক অনুমোদিত। যেহেতু এটি রাজধানীর বেশ কয়েকটি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনসহ দেশের ৮১টি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে পড়ানো হচ্ছে সেহেতু তা "টেক্সট বুক বোর্ড" কর্তৃক অনুমোদিত নয় এ কথা বলা যাবে না। এখন তাহলে প্রশ্ন ওঠেই যে, 'টেক্সট বুক বোর্ড" কর্তৃপক্ষ কি সত্যিই এ রকম একটি পাঠ্য বইয়ের অনুমোদন দিলেন। আর যদি তারা বলেন যে, তারা ঐ অনুমোদন দেননি তাহলে মিথ্যাচার এবং শিশু শিক্ষায় বিকৃতির অপরাধে ঐ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী লেখক, প্রকাশক সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের শাস্তি হওয়া উচিৎ। আর যদি "টেক্সট বুক বোর্ড" সত্যিই বইটির অনুমোদন দিয়ে থাকে তাহলে অনুমোদন দানকারী কর্মকর্তারাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

দেশের সর্বক্ষেত্রে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি তাদের জাল বিস্তার করেছে এবং তাদেরকে সুযোগ করে দেয়া হয়েছে, দিয়েছে কতিপয় স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী। "টেক্সট বুক বোর্ড" সহ আমলাতন্ত্র পরিচালিত বহু ক্ষেত্রেই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থাতেই তাদের এজেন্টরা তৎপর রয়েছে এরা চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়ে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি নিয়ে যথেচ্ছাচার করে চলেছে। এরা ঐ সাম্প্রদায়িক মুক্তিযুদ্ধ বিরুদ্ধ অপশক্তির দোসর হিসেবে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ইতিহাস বিকৃতকরণের এক সুপরিকল্পিত মিশন পরিচালনা করছে। শিশু শিক্ষা পাঠ্যক্রমে মৌলবাদী প্রচারণা ও ইতিহাস বিকৃতি তাই কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; কর্তৃত্বকারী আমলাতান্ত্রিক শক্তির রাজাকার তোষণ নীতিরই এটা একটা অংশ ছাড়া কিছু নয়। সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিকে তাই এদের সম্বন্ধে আশু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় সংস্কৃতি বিরোধী এই প্রতিক্রিয়াশীলতা কোনক্রমেই চলতে দেয়া যায় না। এভাবে চললে আগামী প্রজন্মের কাছ থেকে ন্যূনতম সম্মানটুকুও এই প্রজন্মের দেশ চালকরা পাবেন না।